মিশকাতুল মাসাবীহ (মিশকাত)

হাদিস নাম্বারঃ ৪৫১৪

পর্ব-২৩: চিকিৎসা ও ঝাড়-ফুঁক (كتاب الطب والرقى)

পরিচ্ছেদঃ প্রথম অনুচ্ছেদ

الْفَصْلُ الْأَوَّلُ

আরবী

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «مَا أَنْزَلَ اللَّهُ دَاء إِلا أنزل لَهُ دَوَاء» . رَوَاهُ الْبُخَارِيّ

বাংলা

ইমাম জালালুদ্দীন সুয়ূত্বী (রহিমাহুল্লাহ)-এর মতে, চিকিৎসাশাস্ত্রের মৌলিক উদ্দেশ্য তিনটি। শারীরিক সুস্থতার সংরক্ষণ, দুর্ভোগ ও কষ্ট লাঘব এবং শরীর হতে কষ্টদায়ক বস্তু অপসারণ করা। আলোচ্য অধ্যায়ে দু’ প্রকার চিকিৎসার কথা বলা হয়েছে।

প্রথমত শারীরিক চিকিৎসা, মূলত এটিই এখানে উদ্দেশ্য।

দ্বিতীয়ত অন্তরের চিকিৎসা, যার মৌলিক উপাদান হচ্ছে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কর্তৃক আনীত আল্লাহ তা’আলার বাণী মহাগ্রন্থ আল কুরআন।

শারীরিক ব্যাধির চিকিৎসার বিষয়টি হাদীসে বিভিন্নভাবে এসেছে যা ত্বিবিব নবী হিসেবে পরিচিত।

অন্যদের থেকেও বর্ণিত হয়েছে, তবে অধিকাংশ ক্ষেত্রে তা অভিজ্ঞতালব্ধ বিষয়। শারীরিক ব্যাধির এ চিকিৎসা আবার দুই ধরনের। তন্মধ্যে একটি হচ্ছে প্রাণীকুলের প্রতি আল্লাহ প্রদত্ত কিছু প্রাকৃতিক বিষয়, যেমন ক্ষুধা ও তৃষ্ণা। অন্যটি চিন্তা-ভাবনা ও অভিজ্ঞতার মাধ্যমে সমাধানযোগ্য।

ইসলামী শারী’আর আলোকে চিকিৎসার আরেকটি পদ্ধতি হচ্ছে ঝাড়ফুঁক। যা বাস্তবসম্মত ও পরীক্ষিত একটি চিকিৎসা পদ্ধতি। ইমাম বাযযার (রহিমাহুল্লাহ) ’উরওয়াহ্ হতে বর্ণনা করেন, তিনি বলেন, আমি ’আয়িশাহ্ (রাঃ)-কে বললাম, আপনি চিকিৎসাশাস্ত্র সম্পর্কীয় প্রচুর জ্ঞান কিভাবে অর্জন করলেন? তিনি বললেনঃ রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর বিভিন্ন সময়ের ব্যাধিতে ’আরব চিকিৎসকগণ তাঁর চিকিৎসার প্রাক্কালে আমি এ সম্পর্কে জ্ঞান অর্জন করেছি।

ইমাম সুয়ূত্বী (রহিমাহুল্লাহ) বলেনঃ চিকিৎসাশাস্ত্র সম্পর্কে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম হতে অনেক হাদীস

বর্ণিত হয়েছে। এ সম্পর্কে বিভিন্ন গ্রন্থও রচিত হয়েছে। চিকিৎসাশাস্ত্রের উৎপত্তি সম্পর্কে অনেক মতামত বিদিত রয়েছে। তন্মধ্যে প্রসিদ্ধ কথা হচ্ছে এ সম্পর্কিত কতক বিষয় নবীগণ ওয়াহীর মাধ্যমে অবগত হয়েছেন। তবে অধিকাংশ বিষয়ই অভিজ্ঞতালব্ধ।

ইমাম বাযযার ও ত্বারানী (রহিমাহুমাল্লাহ) 'আবদুল্লাহ ইবনু 'আব্বাস হতে বর্ণনা করেন যে, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেনঃ সুলায়মান (আ.) যখনই সালাতে দাঁড়াতেন তিনি তাঁর সম্মুখে একটি বৃক্ষ দেখতে পেতেন। তিনি বৃক্ষটিকে বলতেন, তোমার নাম কী? সেটি তার নাম উল্লেখ করলে, আবারো জিজ্ঞেস করতেন। তুমি কী জন্য? সেটি ঔষধি হলে তিনি তা লিখে রাখতেন ও পরে তা রোপণ করতেন।

অত্র অধ্যায়ের সারমর্ম এই যে, প্রত্যেক মানুষের সুস্থতা ও অসুস্থতা আল্লাহর পক্ষ হতে লিখিত ভাগ্যলিপির অংশ। (মিরক্বাতুল মাফাতীহ)

৪৫১৪-[১] আবূ হুরায়রা (রাঃ) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেনঃ আল্লাহ তা'আলা এমন কোন রোগ নাযিল করেননি, যার ঔষধ পয়দা করেননি। (বুখারী)[1]

ফুটনোট

[1] সহীহ : বুখারী ৫৬৭৮, নাসায়ী আল কুবরা ৬৮৬৫, ইবনু মাজাহ ৩৪৩৯, সহীহ ইবনু হিব্বান ৬০৭৫, আহমাদ ৩৫৭৮, সহীহুল জামি' ৫৫৫৯, আল জামি'উস্ সগীর ১০৪৯৬, সিলসিলাতুস্ সহীহাহ্ ৪৫১।

ব্যাখ্যা

ব্যাখ্যাঃ উপর্যুক্ত হাদীসের ব্যাখ্যায় মুহাদ্দিসীনে কিরাম বিভিন্ন রিওয়ায়াতে হাদীস বর্ণনা করেছেন। ইমাম নাসায়ী, ইবনু হিব্বান ও হাকিমসহ বিভিন্ন বর্ণনায় হাদীসে এসেছে যে, আল্লাহ তা'আলা যেমন রোগ সৃষ্টি করেছেন, তেমনি এর শিফারও ব্যবস্থা করেছেন। মুসনাদে ইমাম আহমাদ, আল আদাবুল মুফরাদ ও সুনান চতুষ্টয়, তিরমিযী, ইবনু খুযায়মাহ্ সহ মুস্তাদরাকে হাকিম-এ আছে, তোমরা চিকিৎসা গ্রহণ কর, আল্লাহ তা'আলা প্রতিটি রোগেরই শিফা বা আরোগ্যের ব্যবস্থা করেছেন, তবে মৃত্যু ব্যতীত। সুনান আবূ দাউদের বর্ণনায় আছে, নিশ্চয় আল্লাহ তা'আলা প্রতিটি রোগেরই শিফা বা আরোগ্যের ব্যবস্থা করেছেন। অতএব তোমরা চিকিৎসা গ্রহণ কর, তবে হারাম পন্থায় নয়। চিকিৎসা গ্রহণ করার দায়িত্ব বান্দার, এটি ব্যবস্থা অবলম্বনের মতো, তবে আরোগ্য বিধান আল্লাহর পক্ষ থেকে নির্ধারিত।

আলোচ্য হাদীসে রোগ-ব্যাধির সমস্যায় চিকিৎসা গ্রহণের বৈধতার বিষয়টি সুস্পষ্টভাবে প্রমাণিত হয়েছে। তবে আরোগ্য সম্পূর্ণভাবে আল্লাহ তা'আলার নির্দেশে সম্পন্ন হয়। এখানে চিকিৎসক ও পথ্যের কোন ক্ষমতা নেই, তবে এগুলো মাধ্যম ও অবলম্বন মাত্র। আরেকটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হলো, চিকিৎসা গ্রহণ আল্লাহর প্রতি নির্ভরতাকে

নাকচ করে দেয় না। আমরা ক্ষুধা ও তৃষ্ণায় যেমন খাবার ও পানি গ্রহণ করি, ঠিক রোগ-ব্যাধিতে চিকিৎসা গ্রহণের ব্যাপারটিও ঠিক অনুরূপ। (ফাতহুল বারী ১০ম খন্ড, হাঃ ৫৬৭৮)

হাদিসের মান: সহিহ (Sahih) পুনঃনিরীক্ষিত

পাবলিশারঃ হাদিস একাডেমি বর্ণনাকারীঃ আবূ হুরায়রা (রাঃ)

Link — https://www.hadithbd.com/hadith/link/?id=75238

হাদিসবিডির প্রজেক্টে অনুদান দিন